কর্মসংস্থান ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগ

পরিপত্র নং-০৪/২০১৪

তারিখ ঃ ২৭.০৫.২০১৪

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
কর্মসংস্থান ব্যাংক

বিষয় ঃ সার্টিফিকেট মামলা রুজু ও পরিচালনা প্রসংগে।

পরিচালন বিভাগের ০৬.০৫.২০০২ খ্রি:তারিখের পরিপত্র নং ০৩/২০০২ এর মাধ্যমে ১৯১৩ সনের সরকারী পাওনা আদায় আইন (Public Demand Recovery Act, 1913) অনুযায়ী শাখাসমূহকে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইনের ২৪ ধারায় ব্যাংকের পাওনা আদায় সর্ম্পকে ১৯১৩ সনের সরকারী পাওনা আদায় আইন প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে সার্টিফিকেট মামলার বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালন বিভাগের ১১.০৬.২০০৩ তারিখের অপারেশন পরিপত্র নং ৬/২০০৩, ঋন ও অগ্রিম, ঋণ আদায় ও আইন এবং গবেষণা বিভাগের ০৪.০৫.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার লেটার নং কেবি/ঋণ(আইন-২)/২০০৮-২০০৯/৩১৫৯(১১০) এবং ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগের ১৫.০৯.২০১৩ তারিখের পত্র সূত্র নং কেবি/প্রকা/ঋআবি-৫২/২০১৩-২০১৪/২১২(১৫) জারী করা হয়। সার্টিফিকেট মামলা রুজু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একীভূত করা, নতুন কিছু তথ্য সংযোজন, উপরোক্ত পরিপত্র ও পত্রসমূহ জারীর পরবর্তীতে যে সব শাখা ও কার্যালয় খোলা হয়েছে বিষয়টি তাদের বরাবরে পরিপত্র আকারে প্রেরণ, সার্টিফিকেট ও অর্থঋণ আদালতে মামলা রুজুর জন্য দাবীর টাকার পরিমান নির্ধারন ইত্যাদি কারণে উপরোক্ত ৪(চার)টি পরিপত্র /পত্র বাতিল করে অত্র পরিপত্র জারী করা হলো। অত্র পরিপত্র অনুযায়ী শাখাসমূহকে পুনরায় সার্টিফিকেট মামলা রুজুর ক্ষমতা প্রদান করা হলো। তবে যেহেতু সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তিতে অনেক বিলম্ব হয় এবং অর্থ ঋণ আদালতে যে কোন পরিমানের দাবীর টাকার জন্য মামলা রুজুর বিধান রয়েছে সেহেতু ব্যাংকের স্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করে অর্থঋণ আইনে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সার্টিফিকেট মামলা রুজুর বিধান থাকলেও আপাতত সর্বাধিক ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত দাবীর জন্য সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা যাবে।

০২। সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার উদ্দেশ্যে শাখাসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো ঃ

ক) ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের পরিচিতি, ঋন নথিতে সংরক্ষিত চার্জ ডকুমেন্ট এবং ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তির কাগজপত্রাদির সঠিকতা সম্পর্কে শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত হয়ে মামলা রুজু করতে হবে ;

খ) ঋণ আদায়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করতে হবে। সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার আগে ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সদস্য/চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর/মেয়র) সহায়তায় ঋণ গ্রহীতার উপর ঋণ পরিশোধের জন্য নৈতিক চাপ প্রয়োগসহ সকল প্রকার আইনানুগ প্রচেষ্টা চালাবেন ;

গ) ব্যাংকের পাওনা তামাদি হয়ে যাতে ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তামাদি হওয়ার পূর্বেই সার্টিফিকেট মামলা রুজু করতে হবে ;

ঘ) সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার আগে ঋণ গ্রহীতার বরাবরে ডিমান্ড নোটিশ (সংযুক্তি-ক) এবং মামলা রুজুর ন্যূনতম ১৫(পনের) দিন আগে লিগ্যাল নোটিশ (সংযুক্তি-খ) ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড ও লিগ্যাল নোটিশের অনুলিপি গ্যারান্টরের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। ডিমান্ড নোটিশ "Under Certificate of Posting" এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ প্রেরণ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত করতে হবে ;

ঙ) ডিমান্ড নোটিশ সাদা এবং লিগ্যাল নোটিশ লাল রঙ্গের হবে। যা প্রধান কার্যালয় থেকে শাখাসমূহের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয় ;

চলমান পাতা-০২